সমকালের সকল রবীন্দ্র-উপন্যাসেরই বিচিত্র রূপায়ণের

"চতুরঙ্গ"র প্রায় একই সময়ে "ঘরে বাইরে"-র রচনা ; আসলে শিল্পীর অব্যবহিত, অনেকটা প্রত্যক্ষ, জীবন-ভাবনার ফসল। ১৩২১-এর ফাল্গুনে "চতুরঙ্গ"-র প্রকাশ শেষ হয়েছিল "সবুজপত্র"-তে। ঠিক এক মাস পার করে বৈশাখ ১৩২২ থেকে "সবুজপত্র"-তেই "ঘরে বাইরে" প্রকাশের শুরু ; শেষ হয়েছিল একই বছরের ফাল্গুনে। প্রথম গ্রন্থিত প্রকাশ ১৩২৩-এ। খ্রিস্টাব্দের তখন ১৯১৫ থেকে ১৯১৬। আর গল্পের ভিত স্বদেশী আন্দোলনের সমসময়ে—১৯০৫ থেকে ১৯১১-র মধ্যে। এই আন্দোলনেরও উজান-ভাঁটা আছে। ১৯০৭ ও তার পর থেকে ভাঁটার টানে তলানির কদর্যতা ঠেলে বেরিয়েছিল। একদিকে সুরাট কংগ্রেসের নরম-গরমপন্থী কলহের ক্লেদ, আর এক দিকে সাম্প্রদায়িক সংঘাতের ভয়ঙ্করতা 'স্বদেশী'-র প্রত্যাশাকে হাড়ের গভীরে কাঁপিয়ে তুলেছিল। "ঘরে বাইরে"র গল্প সেই দুর্যোগ-নিশার পটভূমিতে ধরা।

"ঘরে বাইরে"

শিল্পী-মনের অনেক উত্তাপ, অনেক নিগূঢ় অনুভবের শিহরণ ছড়ানো আছে কাহিনী জুড়ে।—১৯১১-য় বাইরের একটিমাত্র ফুৎকারে যে-আগুন মুহূর্তে নিভে ছাই হয়ে গিয়েছিল, তার ভেতরকার ঘুন-ধরা রূপটাকে টেনে আনবার চেষ্টা! কবি-কল্পনায় দুঃসাহসের অন্ত ছিল

না, তাঁর অন্তরের ক্ষোভ-বেদনাও তো ছিল অশেষ। তাই গল্পের পরিকাঠামো গড়া হল নতুন বিন্যাসে। গল্পের তিনটি উল্লেখ্য চরিত্র বিমলা, সন্দীপ, নিখিলেশ ; তাদের নিজ নিজ জবানিতে ধাপে ধাপে গল্পকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। পারস্পরিক কথোপকথনে নয়, একের পর একটি চরিত্রের 'আত্মকথা' সাজিয়ে গল্পের বিকাশ। তাতে যে-সব দুর্বলতার সম্ভাবনা থাকাই সম্ভব—পুনরুক্তি, যোগাযোগের শিথিলতা কিংবা অসংহতি—তার নিরসনে শিল্পী সন্তর্পণ ছিলেন। সব মিলিয়ে "ঘরে বাইরে"-তে একটি অখণ্ড কাহিনীর সামগ্রিক অভিব্যক্তি ঔপন্যাসিক পূর্ণতা লাভ করেছে। 'আত্মকথা'-র প্রকরণ আত্ম-বন্দিত্বের ব-দ্বীপকামী উৎকেন্দ্রিক তিনটি ব্যক্তিচরিত্রের 'আঁতের কথা'কে সহজে উন্মোচিত করে দিয়েছে, আসলে যা বাক্য-বিশ্লেষণের অতীত।

বিন্যাসরীতি

উপন্যাসের শিল্প-চরিত্রের বিবেচনা ছাপিয়ে সমকালীন ইতিহাসের বিতর্ক এক সময়ে "ঘরে বাইরে"-কে ঘিরে উত্তাল হয়েছিল, এবং কখনোই একেবারে মিলিয়ে যায় নি। প্রশ্ন ছিল—স্বদেশী আন্দোলনের পেছনে জাতীয় জীবনের যে-চূড়ান্ত ত্যাগ ও আত্ম-উৎসর্জনের ঐতিহাসিক মহনীয়তার প্রেরণা ছিল, সন্দীপকে উপন্যাসে সেই আন্দোলনের নেতৃপদ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ কী তার মূল্যহানি করেন নি, যা স্বভাবত মহিমাময়, তাকে করেন নি কলঙ্কিত? তাঁর চোখে সন্দীপ-ই 'স্বদেশী' নেতৃত্বের প্রতিনিধি!

ইতিহাসের বিতর্ক

আগে বলেছি, 'স্বদেশী' আন্দোলনের শুরুতে রবীন্দ্রনাথ, এমন কী, এর কর্ম-কাণ্ডের সঙ্গেও প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়েছিলেন। তাছাড়াও, নানা দিক থেকেই এই জাতীয় উজ্জীবনের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা-সমুৎসুক উৎসাহ ছিল অশেষ। এ-সময়কার কবিতা, গান, গদ্যরচনাবলিতে কবির অধীর উদ্দীপনা ও আগ্রহের ছাপ ওতপ্রোত। অনেক ভরসা করেছিলেন বলেই হতাশও হতে হয়েছিল অনেকটাই। আগে বলেছি, অত বড় সম্ভাবনার অমন ব্যর্থ সমাপনের ভাবনাই উপন্যাসে শিল্পীমনকে বেশি ভাবিয়েছিল। 'স্বদেশী' যে-অংশে ত্যাগে আত্মবলিদানে অবিস্মরণীয়, তার মূল্য অবিনাশী। কিন্তু শনি যে-রন্ধ্রে প্রবেশ করেছিল, তাকেই তো খতিয়ে দেখবার! চিন্মোহন মোহন সেহানবীশের উদ্বেজনা-উত্তাপমুক্ত বিবেচনাটি মনে রাখবার মতো,—"ভ্রান্ত তত্ত্বের প্রতি বিতৃষ্ণার তীব্রতায় রবীন্দ্রনাথ যেন বড়ো বেশি নিষ্করুণ সন্দীপের প্রতি।"[৭] তাহলেও, স্বদেশীর আবর্তে সন্দীপের মতো ব্যক্তিত্ব বিরল ছিল না—তাঁর ইতিহাসনিষ্ঠ এ-স্বীকৃতি বর্তমান প্রসঙ্গে সবচেয়ে মূল্যবান। উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ সে-আবর্তের ঘোলাটে রূপটিই ধরতে চেয়েছেন। তার দীপ্তি বিধানেই সন্দীপ চরিত্রের আত্ম-পর-দাহী জ্বলন্ত উদ্ভাস।[৮]